বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪

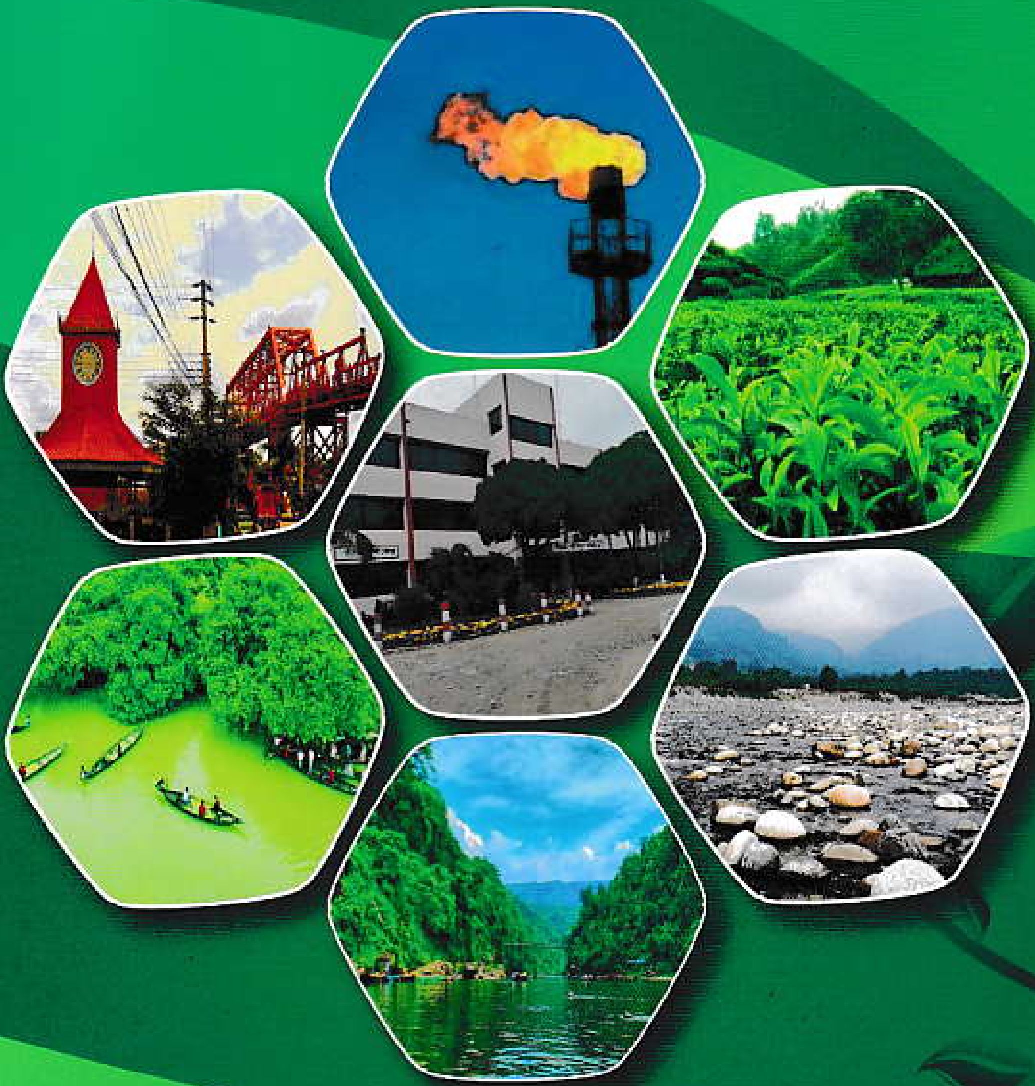

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
এক নজরে	- ০১
চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী	- ০২
সভাপতির প্রতিবেদন	- ০৩
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	- ০৪-০৫
জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	- ০৬
বর্তমান সরকারের অসাধারণ অর্জন	- ০৭
লেখচিত্রে পবিস-এর কার্যক্রম	- ০৮-০৯
আলোক চিত্রে পবিস-এর কার্যক্রম	- ১০-১১
সমিতি বোর্ড পরিচিতি	- ১২
নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পরিচিতি	- ১৩
সিটিজেন চার্টার, বিবিধ ফি	- ১৪
নিরাপত্তা জামানত ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকদের করণীয়	- ১৫
নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার, অভিযোগ কেন্দ্রসমূহের মোবাইল নাম্বার ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি	- ১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায় ২০২২ সালের স্বাধীনতা পুরষ্কারে ভূষিত করেছে।

একনজরে তথ্যাবলী জানুয়ারী/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০১। সমিতি নিবন্ধিকরণের তারিখ	ঃ ০৬-০৫-১৯৯৮ খ্রিঃ।
০২। বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ ২৭-০৮-১৯৯৯ খ্রিঃ।
০৩। আয়তন	ঃ ১৮১৩ বর্গ কিঃমিঃ।
০৪। অর্ন্তভূক্ত উপজেলা সমুহ	ঃ ৭টি {সিলেট জেলার-সদর, জৈন্তাপু র, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট,কোম্পানীগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক (অংশিক) ও দোয়ারা বাজার (আংশিক)}।
০৫। অর্ন্তভূক্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভা	ঃ ৪১ টি।
০৬। অর্ন্তভূক্ত গ্রাম	ঃ ১২১৪ টি।
০৭। বিদ্যুতায়িত গ্রাম	ঃ ১২১৪ টি।
০৮। এলাকা পরিচালক	ঃ ০৫জন।
০৯। মনোনিত এলাকা পরিচালক /মহিলা পরিচালক	ঃ ০৮/০৩ জন।
১০। সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ৩০৯ জন।
১১। জোনাল অফিস	ঃ ০২ টি (কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ)।
১২। সাব জোনাল অফিস	ঃ ০৩ টি (গোয়াইনঘাট, শিবের বাজার ও গাছবাড়ী)।
১৩। অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ১০ টি (সড়কের বাজার,সালুটিকর, ইছাকলস, বিন্নাকান্দি, ছনবাড়ী, হাদারপার, মমতাজগঞ্জ, রাধানগর, লালাখাল ও দয়ারবাজার)।
১৪। বৈদুতিক উপকেন্দ্র	ঃ ০৮ টি {দরবস্ত, কানাইঘাট-১, কোম্পানীগঞ্জ-১ প্রতিটি ২০ এমভিএ করে, গোয়াইনঘাট-১ ,বাদাঘাট, কানাইঘাট-২ (ঝিংগাবাড়ী), কোম্পানীগঞ্জ-২ (পারুয়া) ও গোয়াইনঘাট-২ (ফতেপুর) প্রতিটি ১০ এমভিএ করে।}
১৫। নির্মিত লাইনের পরিমাণ	ঃ ৫,২২৭.০০ কিঃ মিঃ।
১৬। বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ	ঃ ৫,২২৭.০০ কিঃ মিঃ।
১৭। সংযোগ কৃত গ্রাহক	(শ্রেণী ভিত্তিক)
ক) আবাসিক	ঃ ২,০০,৫০৬ টি।
খ) বাণিজ্যিক	ঃ ১৮,০৪২ টি।
গ) শিল্প	ঃ ১,৪৮২ টি।
ঘ) সেচ	ঃ ৪৮১ টি।
ঙ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ ৩,৮৫৪ টি।
চ) রাস্তার বাতি	ঃ ৬৮ টি।
মোট =	ঃ ২,২৪,৪৩৩ টি
১৮। সংযোগ গ্রহণের হার	ঃ ১০০%।
১৯। বিদ্যুৎ ক্রয়	ঃ ১১,২৭,০৯,২৪৯ কিঃ ওঃ ঘঃ।
২০। বিদ্যুৎ বিক্রয়	ঃ ১০,৪৭,৪৭,৫৫৯ কিঃ ওঃ ঘঃ।
২১। সিষ্টেম লস	ঃ ক) সাব ষ্টেশন মিটার ৫.৪৪%। ঃ খ) বিলিং মিটার ৭.০৬ %।
২২। বিলকৃত অর্থ	ঃ ৭৫,৬০,১২,৯২০.০০ টাকা।
২৩। আদায়কৃত অর্থ	ঃ ৬৯,৩৯,১০,৬৮৩.০০ টাকা।
২৪। বিল আদায়ের হার	ঃ ৯১.৭৯%।
২৫। বকেয়া মাস	ঃ ১.৪৯ মাস।
২৬। সরকারী পাওনা ব্যতীত	ঃ ১.৪৫ মাস
২৭। মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়	ঃ ৯,৭৩,৬৫,৯৫৯.০০ টাকা।

চেয়ারম্যানের বাণী

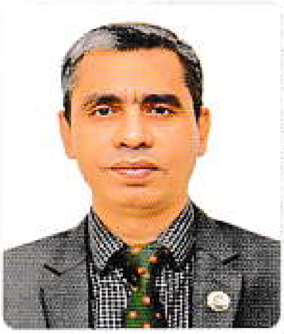

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম"

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাবিজয়ের মহানায়ক স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবেনা"(সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক ১১ জুলাই, ১৯৭৫)। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ প্রায়। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৯৮০১ মেঘাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ৩২১৯.৫২ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার (প্রায়) কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,৩০৩টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৫৫৫ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৭.০৮%।

০৩। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক"কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪। আমি অবহিত হয়েছি যে, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বিগত ২৭/০৮/১৯৯৯ খিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর'২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫১২৫ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ করে মোট ২,২৩,৮৭৯ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছর সমূহে খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয় মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধেও চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। জয় বাংলা।

(অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২৩তম বার্ষিক সাধারন সভায় আগত গ্রাহক সদস্য, পরিচালকমন্ডলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে আগত পরিচালকসহ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি, সাংবাদিক ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ "আসসালামু আলাইকুম/ আদাব ও নমস্কার"। আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহীদদের। ফাল্গুনের শীতল বাতাসে এই শুভ সকালে শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝে সমিতির এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিনের নিকট প্রগাঢ় শুকরিয়া ও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সহ ডিজিটাল বাংলাদেশ ও একটি গ্রাম একটি শহর গড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় অত্র পবিস কর্তৃক জানুয়ারী ২০২৪ইং পর্যন্ত ৫২২৭ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ১২১৪ টি গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ২,২৪,৪৩৩ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ভৌগোলিক এলাকার আওতাধীন সিলেট সদর উপজেলা, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ এবং ছাতক ও দোয়ারা বাজার উপজেলা আংশিক শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, উত্তম গ্রাহক সেবা এবং নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তার জন্য সমিতির নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ, ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি লাইন নির্মাণ সহ সকল পর্যায়ে সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ চলমান আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাইন তৈরীতে সৃষ্ট বাধা এবং বিদ্যুৎ চুরি আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। এ বিষয়ে আমি সম্মানিত গ্রাহকসদস্য বৃন্দের সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, আপনাদেরকে সমিতির বিতরণ লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বৃক্ষ রোপন ও বাড়ী ঘর নির্মাণের অনুরোধ জানাচ্ছি। সমিতির বিতরণ লাইনের সাথে গাছের সংস্পর্শে বিদ্যুৎ অপচয় হয়, রাইট অব-ওয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পায় ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট সহ দূর্ঘটনা ঘটায়। ঝড় বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ লাইনের উপর গাছের ডাল পড়ে তার ছিঁড়ে অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই বিদ্যুৎ লাইনের উপরে গাছের ডাল কাটা অর্থাৎ বিদ্যুৎ লাইন নিরাপদে রাখার বিষয়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহযোগিতা প্রদানে গ্রাহক সদস্যগনকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সমিতি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহকদের সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিলই সমিতির একমাত্র আয়ের উৎস। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার কারণে সমিতি সুষ্ঠু পরিচালনা সহ উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণে বিঘ্ন ঘটে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বর্তমানে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর গ্রাহকের নিকট পাওনা বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার পরিমাণ ১৪,৬০,৪৮,৯৩৯/- টাকা। অনেক গ্রাহককে সমিতির পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধের পরও বকেয়া বিল পরিশোধ করেন না। অথচ কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে পড়ে। বকেয়া পাওনা আদায়ে গ্রাহক প্রান্তে সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীগন গমন করলে অনেক সময় সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সঙ্গে অনাকাঙ্খিত ঘটনার সুত্রপাত কোনক্রমে গ্রহনযোগ্য নয়। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে শরীক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ভার্চুয়ালী সংযুক্ত সকল সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আজকের এই বার্ষিক সাধারন সভাকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করায় সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে অত্র সমিতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও গৌরব অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ কামনা করছি। জয় বাংলা।

জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন
সভাপতি, সমিতি বোর্ড।
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২৩ তম বার্ষিক সাধারন সভার সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সম্মানিত অতিথি, গ্রাহক সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, "আস্‌সালামু আলাইকুম" । "লাভ নয়, লোকসান নয় " এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমিতির মোট গ্রাহক সংখ্যার ৯১.০০% আবাসিক গ্রাহক। আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ৯১.০০% গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য অপেক্ষা ০.৭০ টাকা ইউনিট প্রতি কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। যার ফলে বিগত ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর মাধ্যমে ৩৩.৫৪ কোটি টাকা ক্রস সাবসিডি পাওয়ার পরও ২৯.২১ কোটি টাকা নিট লোকসান হয়েছে। যা গড়ে ইউনিট প্রতি ক্ষতি ১.৯৩ টাকা। সমিতির বিপুল অংকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় এবং বিদ্যুৎ চুরি রোধ করে এ ক্ষতি কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব। এ অবস্থায় সম্মানিত গ্রাহক সাধারণকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ মাঠ পর্যায়ে সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেও দৈনন্দিন কাজে সহায়তার আহ্বান জানিয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করছি।

ক্রঃ নং	আয়-ব্যয়ের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	৯৯,২২,১৩,০৩৬.০০(নিরাইনব্বই কোটি বাইশ লক্ষ তের হাজার ছয়ত্রিশ টাকা)
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৫,৫৫,৮৭,০৩৮.০০(পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার আটত্রিশ টাকা)।
০৩ .	মোট পরিচালন আয় (১+২)	১০৪,৭৮,০০,০৭৪.০০(একশত চার কোটি আটাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর টাকা)।
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	৬৬,৫৭,৪৭,২৯৬.০০(ছেষট্টি কোটি সাতান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই টাকা)।
০৫	বিতরণ খরচ-পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৮০,৮৭,৫৫৪.০০ (পাঁচ কোটি আশি লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন টাকা)।
০৬	গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় খাতে খরচ	৬,২৪,৫৩,৪০২.০০ (ছয় কোটি চব্বিশ লক্ষ তেপান্ন হাজার চারশত দুই টাকা)।
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	৮,০৪,৫৫,০১৫.০০ (আট কোটি চার লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পনের টাকা)।
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৪ হইতে ৭ পর্যন্ত)	৮৬,৬৭,৪৩,২৬৭.০০(ছিয়াশি কোটি সাতষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত সাতষট্টি টাকা)
০৯	অবচয় ও অবমোচন খরচ	৩৬,৭৩,৫৩,২২২.০০(ছত্রিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ তেপান্ন হাজার দুইশত বাইশ টাকা)।
১০	কর খাতে খরচ	৩২,৪৫,২৮৮.০০ (বত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত আটাশি টাকা)।
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	১৭,১০,৭০,৩২৬.০০ (সতের কোটি দশ লক্ষ সত্তর হাজার তিন শত ছাব্বিশ টাকা)।
১২	বিদ্যুৎ সার্ভিসের মোট খরচ (৮ হইতে ১১ পর্যন্ত)	১৪০,৮৪,১২,১০৪.০০(এক শত চল্লিশ কোটি চুরাশি লক্ষ বার হাজার একশত চার টাকা)।
১৩	পরিচালন উদ্বৃত্ত (৩-১২)	- (৩৬,০৬,১২,০৩০.০০) (- ছত্রিশ কোটি ছয় লক্ষ বার হাজার ত্রিশ টাকা)।
১৪	সরকারী ভুর্তুকী	-
১৫	অপরিচালন আয়	৬,৭১,৯৩,২২৭.০০(ছয় কোটি একাত্তর লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশত সাতাশ টাকা)।
১৬	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	১২,৯০,৭৩৪.০০ (বার লক্ষ নব্বই হাজার সাতশত চৌত্রিশ টাকা)।
১৭	নীট উদ্বৃত্ত (১৩ হইতে ১৬ পর্যন্ত)	-(২৯,২১,২৮,০৬৮.০০)(উনত্রিশ কোটি একুশ লক্ষ আটাশ হাজার আষট্টি টাকা)।

ব্যালেন্স শীট

(৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা সমূহ	টাকার পরিমাণ	ক্রঃ নং	দায় ও বিবিধ দেনা সমূহ	টাকার পরিমাণ
	সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা			ইকুইটি ও মার্জিন	
০১	চালু প্লান্ট	৫৯৫,৭১,০৪,৪৮১.০০	২৮	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত)	৮,২৮,৬২০.০০
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষন	২০৩,৭৮,৬৬,৪৮৬.০০	২৯	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত নহে)	৮০,২২,২৩৭.০০
০৩	নীট উপযোগী প্লান্ট (১-২)	৩৯১,৯২,৩৭,৯৯৫.০০	৩০	পরিচালন লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বৎসরের)	-(১২১,৩১,৬৬,০৬২.০০)
০৪	নির্মাণাধীন প্লান্ট	১,৭০,০৭,৮০৫.০০	৩১	পরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসরের)	-(৩৬,০৬,১২,০৩০.০০)
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (৩+৪)	৩৯৩,৬২,৪৫,৮০১.০০	৩২	পরিচালন লভ্যাংশ (সরকারী ভর্তূকী)	৪,১৭,০৩,২৩৯.০০
	বিনিয়োগ		৩৩	অপরিচালন লভ্যাংশ(পূর্ববর্তীবৎসরের)	৩৪,২৯,০৬,১০৯.০০
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	১,৫২,২২,৩৭৫.০০	৩৪	অপরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসরের)	৬,৮৪,৮৩,৯৬১.০০
০৭	পুনঃ স্থাপন সংরক্ষণ তহবিল	২৯,৬১,৫৬,৬৪৬.০০	৩৫	ডোনেটেড ক্যাপিটাল এবং ক্যাপিটাল গেইন	১,৪৭,৯১,১১৮.০০
০৮	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	৬৮,৪২,২৯,৫৭১.০০	৩৬	মোট ইকুইটি ও মার্জিন (২৮ হতে৩৫)	-(১০৯,৭০,৪২,৮০৭.০০)
০৯	মোট বিনিয়োগ (৬ হতে ৮)	৯৯,৫৬,০৮,৫৯২.০০			
	চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি			দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	
১০	নগদ তহবিল	১৬,০৪,১৩,০৯১.০০	৩৭	পবিবোর্ড ঋণ নগদ	৯০,০০,০০০.০০
১১	খুচরা নগদ তহবিল	১,৬৫,০০০.০০	৩৮	পবিবোর্ড ঋণ (মালামাল)	৪৮৪,২৯,৯২,৮৯৭.০০
১২	অস্থায়ী বিনিয়োগ	৭৬,৮৫,৬২,৬৯৩.০০	৩৯	পবিবোর্ড ঋণ প্রভিশনাল প্লান্ট	৩৫,১৯,০৮,৪০৮.০০
১৩	বিশেষ জমা	৫,৭০০.০০	৪০	পবিবোর্ড অন্যান্য ঋণ	--
১৪	গ্রাহকদের হিসাব খাতে পাওনা	৮,৪১,৪৮,৪২০.০০	৪১	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (৩৭ হতে ৪০)	৫২০,৩৯,০১,৩০৫.০০
১৫	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	-(৩,৯২,৩৭,১৪১.০০)			
১৬	অন্যান্য হিসাব খাতে প্রাপ্য	৭,৭২,০৮,৮৭৩.০০		অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায়	
১৭	বৈদ্যুতিক মালামাল মজুদ	২৮,৭৪,৬৪,২৩৫.০০	৪২	গ্রাহক জামানত	১৭,১৫,২৫,৬০৬.০০
১৮	হাউজ ওয়্যারিং মালামাল মজুদ	৪,৭৭৬.০০	৪৩	কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি	৩৯,৬৫,৬০,৭৫৯.০০
১৯	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	৬,১৬,৪৮২.০০	৪৪	বীমা সংরক্ষণ / গ্রাহক জামানত সেচ	২০,৫৮,৬৭০.০০
২০	মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১০ হতে ১৯)	১৩৩,৯৩,৫২,১৩০.০০	৪৫	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (৪২ হতে ৪৪)	৫৭,১৭,৭৭,০৫৫.০০
	বিলম্বে আদায় যোগ্য পাওনা			চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	
২১	সম্পত্তির অস্বাভাবিক ক্ষতি	২,৩৯,১৩,২২৩.০০	৪৬	হিসাব খাতে প্রদেয়	১০,৭৯,৯১,৫০০.০০
২২	প্রাথমিক সমীক্ষা খাতে ব্যয়	--	৪৭	সেচ গ্রাহকের অগ্রীম	--
২৩	অশ্রেনীভূক্ত ব্যয়	৭,৩৭,০১,৮৫১.০০	৪৮	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণের সুদ	১৯,৮৯,৭৬,২০৩.০০
২৪	সাময়িক সংযোগ সৃষ্টি ব্যয়	--	৪৯	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণ	৭৫,৩৮,৭৩,৬৩৮.০০
২৫	অন্যান্য বিলম্ব পাওনা	৫,৪০,৪৮,১৬১.০০	৫০	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধ যোগ্য দায়	১,৭৬,৯২,৭২৮.০০
২৬	মোট বিলম্বিত পাওনা (২১হতে ২৫)	১৫,১৬,৬৩,২৩৫.০০	৫১	মোট চলতি ও পরিশোধ- যোগ্য দায় (৪৬ হতে ৫০)	১০৭,৮৫,৩৪,২৭০.০০
				বিলম্বিত দেনা	
২৭	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+৯+২০+২৬)	৬৪২,২৮,৬৯,৭৫৮.০০	৫২	অগ্রিম নিরাপত্তা জামানত	৫৬,৫৩,২২৯.০০
			৫৩	নির্মাণের জন্য গ্রাহক অগ্রিম	৯,২৫,০৩,৪১৩.০০
			৫৪	বিলম্বিত অন্যান্য দেনা	৫৬,৭৫,৪৩,২৯৩.০০
			৫৫	মোট বিলম্বিত দেনা (৫২ হতে ৫৩)	৬৬,৫৬,৯৯,৯৩৫.০০
			৫৬	মোট দায় ও বিবিধ দেনা (৩৬+৪১+৪৫+৫১+৫৪)	৬৪২,২৮,৬৯,৭৫৮.০০

পরিশেষে উপস্থিত সুধী মন্ডলী ও গ্রাহক সদস্যগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।
সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা।

জনাব মুজাহিরুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ
সমিতি বোর্ড সিলেট পবিস-২

"নির্মিত লাইনের নিচে ও আশেপাশে গাছপালা লাগানো থেকে বিরত থাকি"

জেনারেল ম্যানেজার এর প্রতিবেদন

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি, পরিচালকমন্ডলী, ভার্চুয়ালী সংযুক্ত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের নিয়োজিত সহকর্মী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সংযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী সকলকে সিলেট পবিস-২ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী, বক্তব্যের প্রারম্ভেই শ্রদ্ধাবনতঃ চিত্তে স্মরণ করি হাজার বছরের কাঙ্খিত পুরুষ বাঙালি জাতির সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে। হযরত শাহজালাল (রাঃ), হযরত শাহ পরাণ (রাঃ) এর পূণ্যভূমি সিলেট আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে সারাবিশ্বে খ্যাতিলাভ করেছে। আপনারা এই জেলার বাসিন্দা হিসেবে অনেক ভাগ্যবান কারণ আপনারা অনেক আধ্যাত্মিক সাধকের সাধন ভূমির বাসিন্দা এবং সবসময় তাদের আধ্যাত্মিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবিক গুনাবলীতে গুনান্বিত হতে পেরেছেন। তাছাড়া সিলেট জেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী একটি এলাকা। সিলেটি শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিকভাবে সিলেট দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ধনী জেলা। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য, জাফলং এর পাহাড়ী মনকাড়া সৌন্দর্য, ভোলাগঞ্জের সাদা পাথরের রাশি, বিছানাকান্দির স্বচ্ছ জলরাশি সবাইকে টেনে আনে বার বার। আর এই এলাকার চায়ের সুনাম দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে একটি সুদৃঢ় সফল সংযোজন হলো পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম তারই সফল বাস্তবায়ন করছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। এটি "লাভ নয়, লোকসান নয়" এ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত সিলেট জেলার ০৫ টি উপজেলা ও সুনামগঞ্জ জেলার ০২ টি আংশিক উপজেলায় বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত একটি সমবায় ভিত্তিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অত্র অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৭ আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে অগ্রযাত্রা শুরু করে। বর্তমানে অত্র পবিস-এ ৫২২৭ কিলোমিটার লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ২২৪৪৩৩ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। যার মধ্যে ২,০০,৫০৬ টি আবাসিক, ১৮,০৪২ টি বাণিজ্যিক, ৩,৮৫৪ টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ১,৪৮২ টি শিল্প, ৪৮১ টি সেচ ও ৬৮ টি রাস্তার বাতির সংযোগ রয়েছে। সমিতির আওতাধীন সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ মার্চ, ২০২২ সালে বাংলাদেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়িত দেশ হিসাবে ঘোষনা করেছেন। সারা দেশে বিদ্যুতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য আমরা বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ, বর্তমানে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর আওতাধীন সকল এলাকায় বিতরণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ সহ সুষ্ঠু নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। যার ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের লোডশেড, ফোর্সশেড ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত কোন সমস্যা নেই বললেই চলে। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে এসেছে গতিশীলতা। গ্রাহকগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের জন্য আবেদন করছেন এবং নিয়ম অনুযায়ী অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে হয়রাণী ও দুর্নীতিমুক্তভাবে সকল সংযোগ প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং কঠিন। যার ফলে গ্রাহক সাধারণ ও জনমনে বিদ্যুতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আস্থা ও প্রাণচাঞ্চল্যকের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রাহক প্রান্তে সমিতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিজিটাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই উপলক্ষে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে নতুন সংযোগ সহজীকরণ করা হয়েছে ও গ্রাহকদের দুয়ারে গিয়ে সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহকদেরকে সচেতন করার জন্য পবিস-এর কারিগরী টীম কর্তৃক বিভিন্ন জনবহুল স্থানে ভিডিও প্রদর্শনী করা হচ্ছে। এসএমএস এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত তথ্য অবহিত করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে হয়রানি রোধ ও সহজে বিল পরিশোধের সুবিধার্থে বিভিন্ন এজেন্ট ব্যাংকিং, বিকাশ, রকেট, নগদ, জি-পে, এম-ক্যাশ সহ সমিতির সদর দপ্তর, জোনাল অফিস, সাব-জোনাল অফিস এ বুথের মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি। এছাড়া বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ যানানোর জন্য পল্লী বিদ্যুৎ কল সেন্টার নম্বর ১৬৮৯৯ চালু করা হয়েছে।

সম্মানিত উপস্থিতি ও গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বিদ্যুৎ অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আবার বিপদজনকও বটে। নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে সততার সাথে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বিধায় নিরাপদভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারে আপনাদের সবাইকে যত্নবান ও সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফর্মার ও তারসহ অন্যান্য চুরি সমিতির অগ্রযাত্রাকে দারুণভাবে ব্যাহত করে এবং সম্মানিত গ্রাহকগণকে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে ফেলে। তাই আমি আমার সকল সদস্যগণকে সচেতনতার সহিত সমিতির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহিত একাত্মতা ঘোষণা করে সহযোগিতা প্রদান পূর্বক সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই ধরনের চুরি প্রতিরোধ এর অংশীদার হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, উন্নত গ্রাহকসেবা সমিতির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষতি হ্রাসকরণে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধ এবং বৈদ্যুতিক লাইনের আশেপাশের গাছপালা কর্তনে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দেশ ও জাতির শত্রু, তাই এদের প্রতিহত করা আমার-আপনার সকলের দায়িত্ব।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় মাননীয় মন্ত্রী ও এমপি মহোদয়সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সমিতি পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমিতির ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।পরিশেষে সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা।

জেনারেল ম্যানেজার
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে বর্তমান সরকারের
অসাধারণ অর্জন

পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীতে বর্তমান সরকারের অসাধারণ অর্জন

(২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর অগ্রগতি

বিবরণ	পবিবোর জন্মলগ্ন থেকে ২০০৮ (২৩ বছর)	২০০৯-২০২৩ (১৫ বছর)	মোট/ অর্জন
গ্রাহক সংযোগ	৭৪ লক্ষ	২ কোটি ৮২ লক্ষ	৩ কোটি ৫৬ লক্ষ
লাইন নির্মান (কিঃ মিঃ)	২ লক্ষ ১৭ হাজার	৩ লক্ষ ৭০ হাজার	৫ লক্ষ ৮৭ হাজার
উপকেন্দ্র ক্ষমতা(এমভিএ)	২০০০	১৫,৫৫৫	১৭,৫৫৫
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনগন	২৭%	৭৩%	১০০%
সিস্টেম লস (%)	১৮%	৯.৪৪%	৮.৫৬% (কম)
বিদ্যুৎ ব্যবহার (মেগাওয়াট)	১৮০০	৮০০১	৯৮০১

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর অগ্রগতি

বিবরণ	পবিসের জন্মলগ্ন থেকে ২০০৮ (১০ বছর)	২০০৯-২০২৩ (১৫ বছর)	মোট/ অর্জন
গ্রাহক সংযোগ	৩৯০৪১	১৮৪৮৩৮	২২৩৮৭৯
লাইন নির্মান (কিঃ মিঃ)	১৭৪৫	৩৩৮০	৫১২৫
উপকেন্দ্রের সংখ্যা (টি) ও ক্ষমতা (এমভিএ)	০৩ টি ও ২৫ এমভিএ	০৫ টি ও ৯০ এমভিএ	০৮টি ও ১১৫ এমভিএ
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনগন	২২%	৭৮%	১০০%
সিস্টেম লস (%)	১৮.৮২%	৬.৭৯%	১২.০৩% কম
বিদ্যুৎ ব্যবহার (মেগাওয়াট)	১০	৪৬	৩৬ মে.ওয়াট বেশী

অনলাইনে নতুন সংযোগ প্রক্রিয়াঃ

আবেদন করা হয়েছে

↓

হাউজ ওয়্যারিং সম্পন্ন

↓

মেম্বার সার্ভিস কর্তৃক ওয়্যারিং পরিদর্শক নিয়োগ

↓

ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন

↓

ডিমান্ড নোট ইস্যু ও এসএমএস প্রদান

↓

ডিমান্ড নোটের টাকা জমা ও নিশ্চিত করণ

↓

মিটার অর্ডার সরবরাহ (সিএমও ইস্যু)

↓

লাইনম্যান নিয়োগ

↓

সংযোগ প্রদান

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

অর্থ বৎসর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ

ক্রমপুঞ্জিত বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (কিঃ মিঃ)

অর্থ বৎসর

অর্থ বৎসর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংযোগ

ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংযোগ

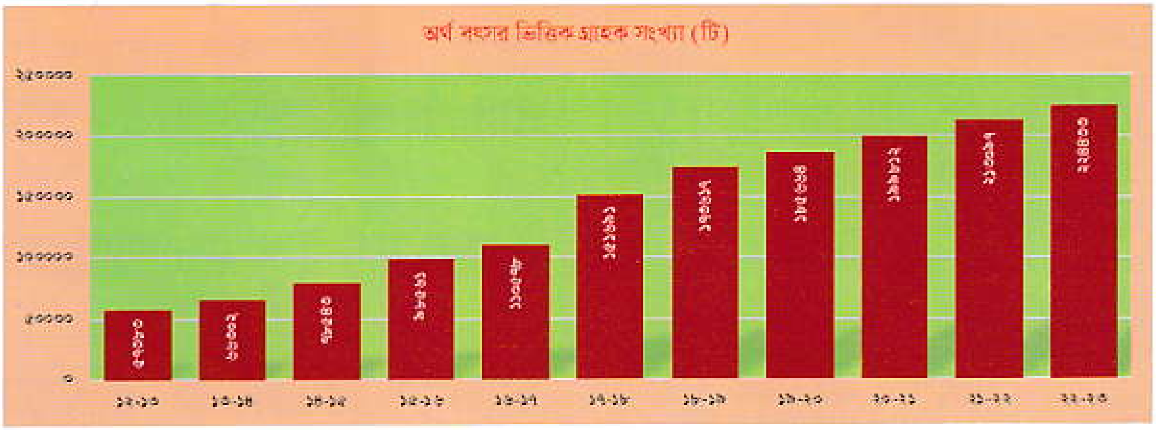

অর্থ বৎসর

অর্থ বৎসর অনুযায়ী বিলকৃত ও আদায়কৃত অর্থ

বিলকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
আদায়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)

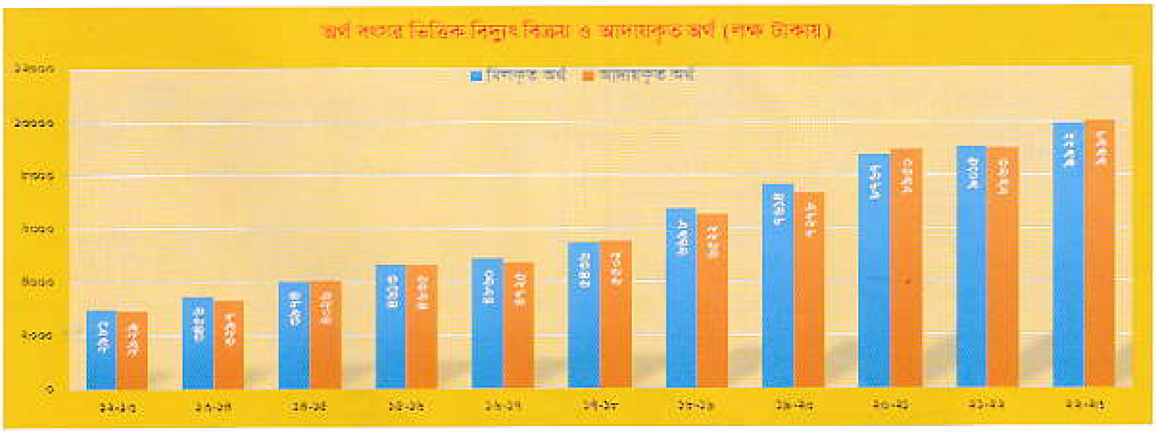

"অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন"

গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

রেখা চিত্রে অর্থ বৎসর অনুযায়ী সিস্টেম লস (%)

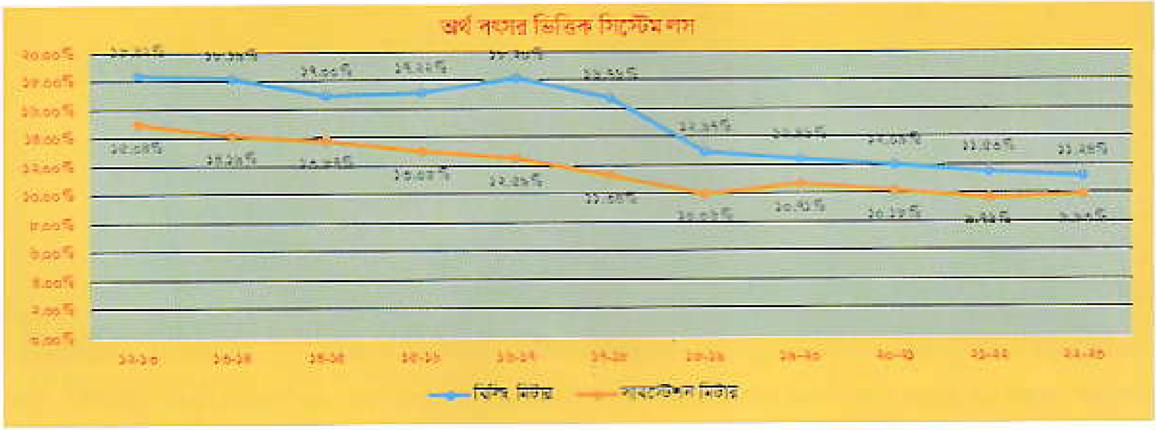

অর্থ বৎসর

অর্থ বছর ভিত্তিক বকেয়া মাস

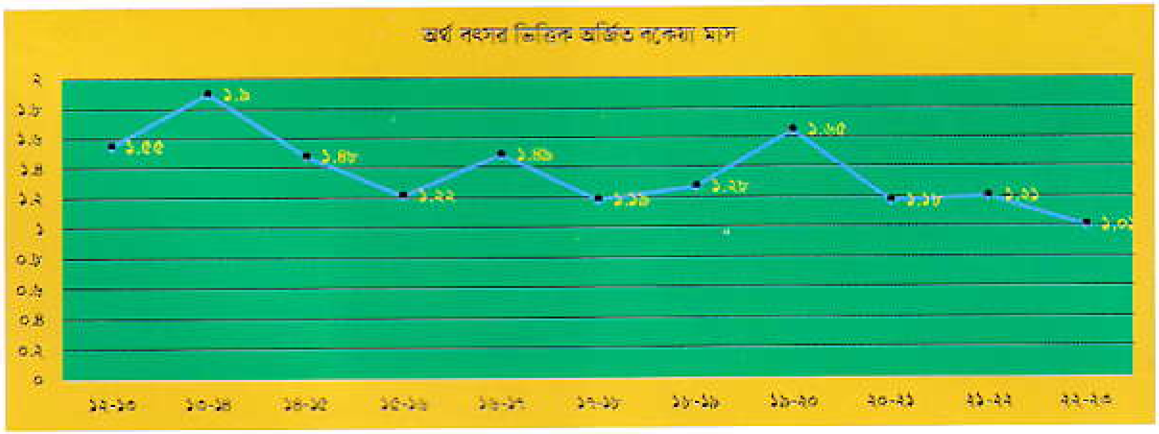

শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার (২০২২-২০২৩) পর্যন্ত।

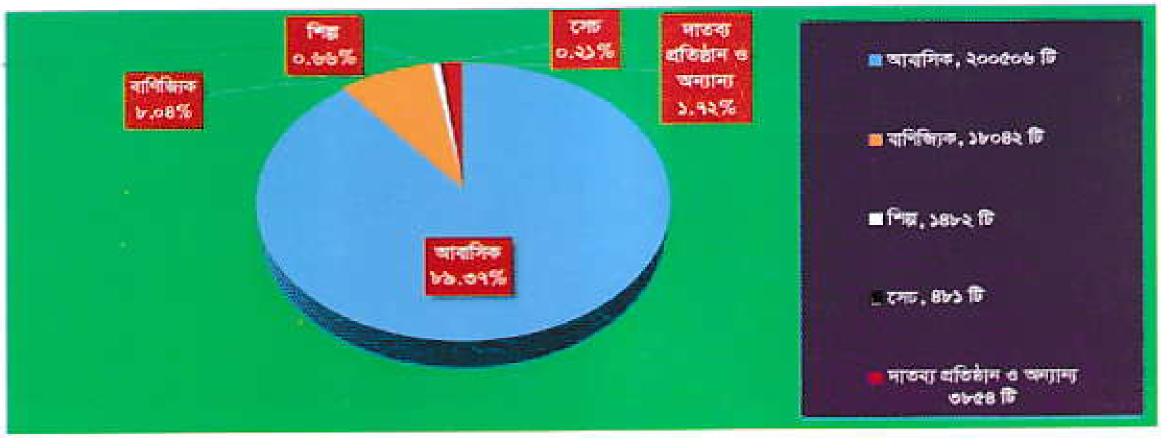

আলোক চিত্রে পবিসের কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর সিলেট-৪ আসন এর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ইমরান আহমদ, এমপি মহোদয় এর সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর আওতাধীন নওয়াগাঁও আশ্রয়ণ প্রকল্প, গোয়াইনঘাট, সিলেট উদ্বোধন।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এর সিলেট আগমন উপলক্ষ্যে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর পক্ষ হতে অভ্যর্থনা।

বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ মহোদয় এর সিলেট আগমন উপলক্ষ্যে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বাপবিবো'র সদস্য (প্রশাসন) জনাব মোঃ হাসান মারুফ (যুগ্ম সচিব) এর সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এ আগমন উপলক্ষ্যে ফুলেল শুভেচ্ছা।

বাপবিবো'র সদস্য (প্রশাসন) জনাব মোঃ হাসান মারুফ (যুগ্ম সচিব) সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর অফিস প্রাঙ্গনে মালটা গাছের চারা রোপন।

আলোক চিত্রে পবিসের কার্যক্রম

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর চলমান সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জনাব মো. আহসানুর রহমান হাসিব, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক, সিলেট জনাব শেখ রাসেল হাসান মহোদয়ের সাথে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজারের সৌজন্য সাক্ষাৎ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর পক্ষ হতে সকল বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

বাপবিবো'র এমপিএসএস পরিদপ্তরের পরিচালক মহোদয়ের সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ওপেন স্টোর পরিদর্শন।

স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার, নিয়মিত ও অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত মোটিভেশনাল সভা।

"জ্বলছে আলো চলছে দেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ"

সমিতি বোর্ড পরিচিতি

জনাব মো. জামাল উদ্দিন
সভাপতি
এলাকা নং-০৩

জনাব শাহিন আক্তার হাছিনা
সহ-সভাপতি

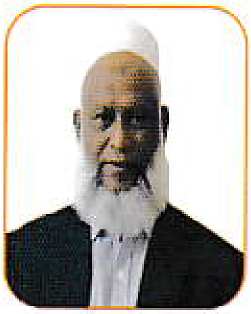

জনাব মোঃ আব্দুল মালিক
সচিব
এলাকা নং-০৭

জনাব মো. মুজাহিরুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ
মনোনিত এলাকা পরিচালক

জনাব মো: মোর্শেদ আলম
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০১

জনাব মো. হানিফ আলী
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৪

জনাব মোঃ নুর উদ্দিন
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৫

জনাব মো. সাদিকুর রহমান খাঁন
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৬

জনাব মো. ফয়জুল করিম
মনোনিত এলাকা পরিচালক

জনাব মুদচ্ছির আহমদ
মনোনিত এলাকা পরিচালক

জনাব মনোয়ারা বেগম
মহিলা পরিচালক

জনাব তাহমিনা আক্তার সুমি
মহিলা পরিচালক

জনাব সঞ্জীব কুমার রায়
জেনারেল ম্যানেজার
পরিচালক (এক্স-অফিসিও)

নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পরিচিতি

জনাব সঞ্জীব কুমার রায়
জেনারেল ম্যানেজার
০১৭৬৯-৪০০০৭৭

জনাব মৃণাল কান্তি চৌধুরী
উপ-মহা ব্যবস্থাপক
কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০২৬৯

জনাব প্রকৌঃ প্রার্থ চক্রবর্ত্তী
উপ-মহা ব্যবস্থাপক
(সদর-কারিগরী)
০১৭৬৯-৪০২১২২

জনাব মো. রকিবুল ইসলাম
উপ-মহা ব্যবস্থাপক
কানাইঘাট জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০২৭০

জনাব মো. আব্দুল হাফিজ
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক
(প্রশাসন) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৭

জনাব আহসান হাবিব
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক
(সদস্য সেবা) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৯

জনাব নাঈমুর রহমান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
শিবের বাজার সাব-জোনাল অফিস
০১৭১৪-১০৫৯৪৬

জনাব রানা আহমেদ
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
০১৭৬৯-৪০০৭৯৮

জনাব অসিম কুমার দাস
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ইএন্ডসি)
০১৭৬৯-৪০৭৩১৭

জনাব রাশেদুজ্জামান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
গোয়াইনঘাট সাব-জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৩২২

জনাব রমিজুল ইসলাম
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
শাহবাজপুর সাব-জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৩২৩

জনাব প্রকৌঃ মো. কামরুজ্জামান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
কানাইঘাট জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০৮০০

জনাব সাইফুল ইসলাম
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (আইটি)
০১৭০৪-১০৬৬১৬

জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (অর্থ)
০১৭৬৯-৪০০৭৯৬

জনাব মোঃ রুহুল আমিন
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৭৮১

জনাব মো. সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাপবিবো, সিলেট

জনাব মো. জামির হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
বাপবিবো, সিলেট

জনাব সীতাংশু শেখর দে
আইন উপদেষ্টা

জনাব ডা. শারমিন আক্তার ইমু
রিটেইনার ডাক্তার

"নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করুন"

সিটিজেন চার্টার

"খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ও বিবিধ ফি সংক্রান্ত"

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জন্য বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার ও বিবিধ ফি মার্চ ২০২৩ খ্রি: থেকে নিম্নোক্ত ভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো ঃ

(সংক্ষেপিত)

ক. নিম্নচাপ (এলটি): ২৩০/৪০০ ভোল্ট

অনুমোদিত লোড: সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০- ৮০ কি.ও., এমটি ৮০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্বে হতে ৫ মেঃ ওঃ পর্যন্ত।

ক্রনং	গ্রাহক শ্রেনী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কিঃ ওঃ ঘঃ)	ডিমান্ড রেট/চার্জ টাকা/কিঃওঃ (অনুমোদিত লোড/মাস)
১	এলটি-এ ঃ আবাসিক		৩৫.০০
	লাইফ লাইন ঃ ০-৫০ ইউনিট	৪.৩৫	
	প্রথম ধাপ ঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.৮৫	
	দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৬.৬৩	
	তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.৯৫	
	চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৭.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	১১.৫১	
	ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটেরঊর্ধ্বে	১৩.২৬	
২	এলটি-বি ঃ সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.৮২	
৩	এলটি-সি ১ ঃ ক্ষুদ্র শিল্প	-	৩৫.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৮৮	-
৪	এলটি-সি ২ ঃ নির্মাণ	১৩.৮৯	৪০.০০
৫	এলটি ডি ১ ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.৯৭	১০০.০০
৬	এলটি-ডি ২ ঃ রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৮.৯১	৫০.০০
৭	এলটি-ই ঃ বানিজ্যিক ও অফিস	১১.৯৩	৭৫.০০
৮	এলটি-টি ঃ অস্থায়ী	১৮.৫২	
৯	এলটি -ডি ৩ ঃ ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৮.৮৪	১০০.০০
১০	এমটি-৩ ঃ শিল্প	৯.৯০	৭৫.০০

বিঃ দ্রঃ লাইফ লাইন (০-৫০ ইউনিট) মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক গ্রাহক শ্রেনীর অন্য কোন গ্রাহক পাবেন না।

ক্রনং	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেনী/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
১	নতুন সংযোগ ও লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৩০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৫০০০.০০
৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ চার্জ (DC) / গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ (DC) /পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		২০০০.০০
৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
৭	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপ আউট ফিউজ কাট- আউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া	সর্বোচ্চ ৩০ দিন		২.০০ কেভিএ/দিন
		৩০ দিন পর থেকে		৪.০০ কেভিএ/দিন

নিরাপত্তা জামানত

নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিমোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে:

গ্রাহক শ্রেণি		জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
১	এলটি-এ এবং এলটি-বি	৪০০.০০ (০২ কি.ও. পর্যন্ত)
		৬০০.০০ (০২ কি.ও. এর উর্ধ্বে)
২	এলটি-সি ১, এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১, এলটি-ডি ২, এলটি-ডি ৩, এলটি-ই এবং এলটি-টি	৮০০.০০
৩	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	১,০০০.০০

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকদের করনীয়

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ	
১	লাইটিং	ক)	জ্বালানী দক্ষ লাইটিং সিস্টেম ব্যবহার করা যথা: Incandescent বা CFL লাইটের পরিবর্তে অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয়ী LED লাইট ব্যবহার করা।
		খ)	লাইটিং সিস্টেমে Fixure/Casing/Reflector ব্যবহার করার ক্ষেত্রে High Reflection Coefficent এর রং ব্যবহার করা, এতে আলোর উজ্জলতা (Luminosity) বৃদ্ধি পায়।
		গ)	কমন স্পেস যেমন,: সিঁড়ি/ওয়াস রুম/ওয়েটিং রুম/করিডোর ইত্যাদিতে Motion Sensor নির্ভর লাইটিং সিস্টেম ব্যবহার করা, এতে বিদ্যুতের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার রোধ করা যায়।
		ঘ)	বৈদ্যুতিক বাল্বের উপরিভাবে ধুলাবালি জমলে এর উজ্জলতা কমে যায় বিধায় বাল্বসহ লাইটিং সিস্টেম নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
		ঙ)	অফিসের ডেস্কে নির্ধারিত উজ্জলতা (LUX level) বজায় রাখতে টাস্ক লাইটিং (Task Lighting) ব্যবহার করা।
		চ)	দিনের আলোর (Day Lighting) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
		ছ)	কাজের ধরন বিবেচনায় প্রযোজ্য লাইটিং লোড নির্বাচন করা।
		জ)	অপ্রয়োজনে লাইটের ব্যবহার পরিহার করা।
২	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	ক)	শীতাতপ নিয়ন্ত্র যন্ত্রের Set Temperature, ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর উপরে রাখা
		খ)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র ব্যবহারের সময় তাপনিরোধক ভাবে কক্ষের দরজা, জানালা বন্ধ রাখা।
		গ)	তাপ প্রবাহে রোধে জানালায় Double Glazed/Low Emission Glass/ পর্দা ব্যবহার করা।
		ঘ)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্রের ফিল্টার মাসে কমপক্ষে একবার পরিষ্কার করা।
		ঙ)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র প্রতি বছর কমপক্ষে একবার সার্ভিসিং করা।
		চ)	পাইপ লাইন বা Duct এর তাপ নিরোধক ইনসুলেশন ব্যবস্থা বছরে কমপক্ষে একবার এবং leakage প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার পরীক্ষা করা।
		ছ)	উচ্চতর Energy Efficiency Ratio (EER)/ Coefficient of Performance (CoP) এর জ্বালানি দক্ষ Inverter Technology সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র ব্যবহার করা।
		জ)	অপ্রয়োজনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র বন্ধ রাখা।
৩	রেফ্রিজারেটর		জ্বালানি দক্ষ Inverter Technology সম্বলিত রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করা।
৪	ফ্যান	ক)	বাজারের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে জ্বালানি সাশ্রয়ী (যেমন: BLDC ফ্যান) এবং উচ্চতর সার্ভিস ভ্যালু (m3/min/w) ফ্যান ব্যবহার করা
		খ)	অপ্রয়োজনে ফ্যান বন্ধ রাখা।
৫	প্লাগ লোড	ক)	Idle অবস্থায় ডেস্কটপ কম্পিউটার/ল্যাপটপ সমূহ Power Saving mode এ রাখা।
		খ)	ডেস্ক ভিত্তিক প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার এবং স্ক্যানার ব্যবহারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্ক সংযোগের মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রপাতি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।
		গ)	ব্যক্তি পর্যায়ে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহারের পরিবর্তে গ্রুপভিত্তিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।
		ঘ)	অপ্রয়োজনে যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা।
৬	নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার		জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি নিজস্ব বিদ্যুৎ চাহিদা সম্পূর্ণ/ আংশিক (BNBC) অনুযায়ী বিদ্যুৎ চাহিদার ন্যূনতম ৩% সরবরাহের লক্ষ্যে অফিস ভবনের রুফটপে অথবা অফিস প্রাঙ্গণের ফাঁকা জায়গায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস (যেমন সৌর শক্তি) থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহন করা। এক্ষেত্রে স্রেডা কর্তৃক প্রণীত নেট মিটারিং গাইড লাইন অনুসরণ করা যেতে পারে।
৭	অন্যান্য		ভবনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহার সর্বদা তদারকির জন্য ToT Based Building Energy Management System (BEMS) চালু করণে উৎসাহ প্রদান।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের কতিপয় সতর্কবাণী

০১। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনো হাত দিবেন না। এতে যেকোন সময় বিপদ হতে পারে।
০২। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে সুইচ, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে দেবেন না।
০৩। ভেজা হাতে কখনো সুইচে হাত দেবেন না, সকেট পয়েন্টের ভিতর কোন তার বা আলপিন ঢুকাবেন না।
০৪। সুইচ অন করা অবস্থায় কখনো হোল্ডার হতে বাল্ব খোলার চেষ্টা করবেন না।
০৫। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাজনিত কোন অগ্নিকান্ডে কখনো পানি দেবেন না। প্রথমে সুইচ অফ করুন এবং অগ্নি সংযোজিত স্থানে বালি ছড়িয়ে দিন।
০৬। সমিতির কাঠের খুঁটির পাশে শুকনা কচুরীপানাতে অথবা খড়ে আগুন জ্বালাবেন না। তাতে অগ্নি সংযোগ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
০৭। বিদ্যুতায়িত লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমনভাবে বিদ্যুতায়িত লাইনের নিচে বসতবাড়ী বা অন্য কিছু স্থাপন করবেন না।
০৮। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে/ উঠানে বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রয়োজন হলে মোটা তারের মাধ্যমে নিন। এ কাজের জন্য ইলেকট্রিশিয়ানের সহযোগীতা নিন। চিকন তার সর্বদাই পরিহার করুন। কারণ যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটে অকল্পনীয় ক্ষতি হতে পারে।
০৯। কোন পার্শ্ব সংযোগ দিবেন না, কারণ পার্শ্ব সংযোগের কারণে দূর্ঘটনা ঘটে জীবন হানি পর্যন্ত হতে পারে।
১০। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কখনই স্পর্শ করবেন না। এ অবস্থায় থাকলে সাথে সাথে সমিতির অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে সংবাদ দিন এবং সমিতির লোক না পৌছানো পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন।
১১। নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ভাল মানের, সঠিক রেটিং এর সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করুন। সকল ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির মেটাল বডিতে আর্থিং সংযোগ দিন।
১২। সকেট থেকে প্লাগ বের করার সময় প্রথমে সুইচ অফ করুন। তারপর প্লাগের দুই পার্শ্বে সমান জোরে টেনে ধরে বের করুন। কখনও প্লাগের কর্ড ধরে টানবেন না।
১৩। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনও হাত দিবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে।
১৪। বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে কখনও গাছ লাগাবেন না, ঘর-বাড়ি তৈরী করবেন না এবং লাইনের পাশে কখনও ঘুড়ি উড়াবেন না। এতে জীবন হানি ও আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।
১৫। কোন ব্যক্তি বা জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকনা কাঠ বা বাঁশ নিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করুন এবং ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।
১৬। গাছ-পালা কাটার সময় যদি গাছের অংশ লাইনের উপর পরার সম্ভাবনা থাকে তাহলে গাছ কাটার পূর্বে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে এসে আবেদনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
১৭। বৈদ্যুতিক তারের উপর কখনই কোন ভেজা কাপড় শুকাতে দিবেন না।
১৮। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরি ও মেরামতের সময় নিজে ও ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ দুরত্বে থাকতে বাধ্য করবেন।

অভিযোগ কেন্দ্রের নম্বর সমূহ

সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৫	সড়কের বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৯০১
বিন্যাকান্দি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩১৯	মমতাজগঞ্জ বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৭৮০
গোয়াইনঘাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৬	কোম্পানীগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০০৮০৩
হাদারপাড় অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩২০	ইছাকলস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৯
শিবের বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৮	ছনবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩১৮
সালুটিকর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৭	পাড়ুয়া ইনডোর উপ-কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩২১
কানাইঘাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০০৮০২	রাধানগর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৬৭০৫
গাছবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৯০০	দয়ারবাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭১৪-১০৫৮১৪
লালাখাল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭১৪-১০৫৮১৫	হট লাইন নম্বর	০১৭৬৯-৪০৪০৫৫

বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নাম্বার	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব আহসান হাবীব, এজিএম (এমএস)	০১৭৬৯৪০০৭৯৯	আহবায়ক
০২	জনাব শান্ত দিবাকর সানী, সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর	০১৭০৪১০৬৪৯২	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ ফয়জে আলম রাকিব, সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ওএন্ডএম)	০১৭০৪১০৬৪৯১	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ রইছুল ইসলাম রাজা, পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর	০১৭৬৯৪০৪০৫৫	সদস্য সচিব
০৫	জনাব রতন কুমার আচার্য্য, হিসাব রক্ষক	০১৭০৪১০৬৪৯৩	সদস্য

ব্যাংকের নামসমূহ

সদর দপ্তর	
ব্যাংকের নাম	শাখার নাম
পূবালী ব্যাংক লিঃ	দরবস্ত
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	জৈন্তাপুর
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	চতুল বাজার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	শাহ পরান
কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	শাখার নাম
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কোম্পানীগঞ্জ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ছাতক
পূবালী ব্যাংক লিঃ	কোম্পানীগঞ্জ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	দয়ারবাজার
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	কোম্পানীগঞ্জ
গোয়াইনঘাট-সাবজোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	শাখার নাম
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	গোয়াইনঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	জাফলং
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	হাদারপাড়
এনআরবি ব্যাংক লিঃ	জাফলং

কানাইঘাট জোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	শাখার নাম
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কানাইঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	সড়কের বাজার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	চতুল বাজার
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	গাছবাড়ী
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ভবানীগঞ্জ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	দর্পনগর
রুপালী ব্যাংক লিঃ	কানাইঘাট
রুপালী ব্যাংক লিঃ	রাজাগঞ্জ
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	কানাইঘাট
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	কানাইঘাট
শিবের বাজার সাব-জোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	শাখার নাম
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	শিবের বাজার
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ	আম্বরখানা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	আম্বরখানা

এজেন্ট আউটলেট

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সালুটিকর শাখা, সিলেট	তোয়াকুল দুয়ার, গোয়াইনঘাট	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট	সালুটিকর, গোয়াইনঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সড়কের বাজার শাখা, সিলেট	আটগ্রাম দুয়ার, বাজার, জকিগঞ্জ	ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আম্বরখানা শাখা, সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ বাজার, কোম্পানীগঞ্জ
	মমতাজগঞ্জ দুয়ার, বাজার, কানাইঘাট		রাধানগর, গোয়াইনঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সুবিদবাজার শাখা, সিলেট	সোনাতলা, সদর		সাহেব বাজার, সদর
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, কানাইঘাট শাখা, সিলেট	চতুল বাজার, কানাইঘাট	ব্যাংক এশিয়া, উপশহর শাখা, সিলেট	ফতেপুর, গোয়াইনঘাট
	বড়দেশ বাজার, কানাইঘাট		জাফলং, গোয়াইনঘাট
	বোরহান উদ্দিন বাজার, কানাইঘাট		মাতুরতল, গোয়াইনঘাট
	গাছবাড়ী, কানাইঘাট		কুপাড় বাজার, গোয়াইনঘাট
	সুরইঘাট, কানাইঘাট		বিংগাবাড়ী, কানাইঘাট
	সড়কের বাজার		পিটারগঞ্জ, সদর
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, গোলাপগঞ্জ শাখা, সিলেট	রাজাগঞ্জ বাজার, কানাইঘাট	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আম্বরখানা শাখা, সিলেট	গাছবাড়ী, কানাইঘাট
	দরবস্ত, জৈন্তাপুর		রাজাগঞ্জ বাজার, কানাইঘাট
	জৈন্তাপুর, জৈন্তাপুর		হাদারপাড়, গোয়াইনঘাট
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, শাহপরান শাখা, সিলেট	হরিপুর, জৈন্তাপুর	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, শাহজালাল উপশহর শাখা, সিলেট	সড়কের বাজার, কানাইঘাট
	মামার দোকান, গোয়াইনঘাট	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, লালদিঘীরপাড় শাখা, সিলেট	পিটারগঞ্জ, সদর
	গোয়াইনঘাট বাজার, গোয়াইনঘাট	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা, সিলেট	ধোপাগুল, সদর
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, সিলেট শাখা, সিলেট	হাদারপাড়, গোয়াইনঘাট		
	ফতেপুর, গোয়াইনঘাট		

মোবাইল ব্যাংকিং

bKash
নগদ
রকেট
NRBC BANK
বাংলার ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
grameenphone
রবি
উপায়
tap
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED
city bank

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ ও অতিরিক্ত সংখ্যা-২০১৮

(ফেব্রুয়ারি' ০৯, ২০০৬ ও ফেব্রুয়ারি' ১২, ২০১৮ তারিখের গেজেট মোতাবেক)

বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধনের কারণে বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ ও অতিরিক্ত সংখ্যা ২০১৮-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/ জরিমানার বিবরণ আধুনিক যুগের মানুষের সুষ্ঠু, সুন্দর জীবনযাত্রার জন্যে বিদ্যুৎ আজ অপরিহার্য। সমিতির ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধনের কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অর্থনৈতিকভাবে নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। নীচে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ ধ্বংস/ ক্ষতিসাধন-এর কারণে বিদ্যুৎ আইন ১৯১৮-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/ জরিমানার বিবরণ দেয়া হলঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/ জরিমানা
ধারা-৩২	বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	(০১)। কোন ব্যক্তি বাসগৃহে বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক থেকে ০৩(তিন) বছর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। (০২)। কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক ০৩(তিন)বছর কারা দন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদ অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩২	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন- পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষতিসাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ০২(দুই) বৎসর এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯	অসাধু উপায়ে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন, ভোগ বা ব্যবহার	০১ (এক) থেকে ০৩ (তিন) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৩৯-ক	অসাধু উপায়ে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন, ভোগ বা ব্যবহারের লক্ষ্যে যে কোন নকশা, কৌশল বা কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৪০	উদ্দেশ্যমুলকভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করলে বা ঘুরিয়ে দিলে বা বিদ্যুৎ বন্ধের উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্ম কেটে দিলে বা অনিষ্ট করলে বা কাটতে বা অনিষ্ট করতে পদক্ষেপ নিলে	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধ করলে ০৩(তিন) থেকে ০৫(পাঁচ) বছরের জেল এবং ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪০-ক	কোনও বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম হতে লাইন সামগ্রী, টাওয়ারের অংশ, যন্ত্রপাতি চুরি	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪১	ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির অবৈধভাবে বিদ্যুৎ লাইন প্রদান	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ১,০০০.০০ করে জরিমানা।
ধারা-৪২	বিদ্যুতের অবৈধ ত্রুটিপূর্ণ সরবরাহ বা আদেশ প্রতিপালন না করা	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ১,০০০.০০ টাকা করে জরিমানা।
ধারা-৪৪	মিটার বা লাইসেন্সীর পূর্তকর্মে বাধা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যুতের অনুচিত ব্যবহার	০১ (এক) থেকে ০৩ (তিন) বছরের জেল এবং ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ৩,০০০.০০ টাকা হাজার টাকা করে জরিমানা।
ধারা-৪৪-ক	লাইসেন্সীর (বিপিডিবি/বিআরইবি/ডেসা এবং অন্য লাইসেন্সী) কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক কতিপয় অপরাধে সহায়তা করা (ধারা-৩৯,৩৯-ক,৪০,৪০-ক, ৪১,৪২,৪৩ এবং ৪৪-এর আওতায়)	উল্লেখিত ধারা সমূহের আওতায় যে কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তার জন্য উল্লেখিত ধারা সমূহের আওতায় অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড।
ধারা-৪৫	সরকারী ল্যাম্প (বাতি) নির্বাপণ	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪৬	অবহেলাভরে বিদ্যুৎ নষ্ট করা বা পূর্তকর্মের অনিষ্টসাধন করা	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৪৭	ধারা-৩৯ থেকে ৪৬-এর অন্তর্ভূক্ত অপরাধ ছাড়া বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অন্য কোন অপরাধ করা	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ৫,০০০.০০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ৫০০.০০ টাকা করে জরিমানা।